সংবাদ

তারিখ .... 8 JUN 2009
পৃষ্ঠা ..... ১৩ ..... কলাম ৪

পাঠ্যপুস্তকের ত্রুটি সংশোধন করা হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, পাঠ্যপুস্তকের ত্রুটিগুলো সংশোধনের জন্য সরকার প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছে। সব ধরনের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে পাঠ্যপুস্তককে বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী করার বৃহৎ কাজ শুরু হবে আগামী বছর থেকে। এজন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'পাঠ্যবইয়ে মানবাধিকার : শিশুরা কি জানছে' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, ২০১০-এর পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ শিগগিরই শুরু হবে। এ কারণে এ কম সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের সব ভুল-ভ্রান্তি দূর

করা : পৃ: ১১ ক: ৬

করা : হবে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

করা সম্ভব নয়। এ ছাপার কাজ শেষ হলে আগামী বছর থেকে জোরেশোরে এ কাজে হাত দেয়া হবে। আশা করি, খুব শিগগিরই আমরা শিশুদের হাতে মানসম্মত, বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী পাঠ্যবই তুলে দিতে পারব।

ফাউন্ডেশনের পরিচালক শাহীন আনামের সঞ্চালনায় সেমিনারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাঈদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, নাট্যব্যক্তিত্ব মমতাজ উদ্দিন আহমদ, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, সমকালের ডেপুটি এডিটর মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে বক্তারা শিশুদের পাঠ্যবইয়ে মানবাধিকারের বিষয়টি গুরুত্বসহ অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন। এর পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তককে সময়োপযোগী ও বস্তুমুখী করারও পরামর্শ দেন তারা।

রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, মানবাধিকারের বিষয়ে সবার আগে শিক্ষকদের শিক্ষিত করতে হবে। এজন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে মানবাধিকারের বিষয়টি রাখার পরামর্শ দেন তিনি। এর পাশাপাশি পাঠ্যবইয়ের মূল্য ও গুণগত মানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যও দূর করতে হবে।